দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল : একটি পর্যালোচনা

রিফাত মুনীর ইতি

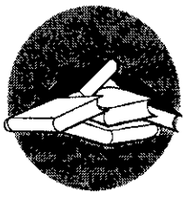

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার, জিপিএসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে, পাস করা পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়েও শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। বলা হচ্ছে, শিক্ষার মান বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, পাসের হারের দিকে নজর দেবার আগে। এটা ঠিক, যেখানে মোট ১২ লাখেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে চার লাখের বেশি কৃতকার্য হতে ব্যর্থ হয়, তখন পাসকৃতরা অন্তত উচ্চ মাধ্যমিকের বাধা পেরোতে সক্ষম— এটা ধরেই নেওয়া যায়। অন্যদিকে, ছেলেদের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের ভালো ফল প্রমাণ করে পাঠাভ্যাস ও লেখাপড়ার প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা মেয়েদের এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। আবার জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তরা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার দরজা পেরোতে পারলেই তাদের যোগ্য ভেবে নেবার যে প্রাথমিক ধারণা আমাদের সাধারণ মানুষের মনে, তাও দূর হওয়া দরকার । দেশের সামগ্রিক শিক্ষার মান শুধু শহরাঞ্চলের গুটিকয়েক ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিয়ে বিচার করলে হবে না। আমরা জানি, সৃজনশীল বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি এখনো পুরোপুরি দূর করা যায়নি, শিক্ষকরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াই আইসিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পাঠদান করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন। একই কথা ইংরেজি ও রসায়ন বিষয়ের জন্যও প্রযোজ্য। রসায়নের মতো একটি জটিল বিজ্ঞানের বিষয়ে (এইচএসসির শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধার বিবেচনায়) সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেবার আগে শিক্ষকদের যেমন প্রশিক্ষণ দরকার, তেমনি দরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলোতে এই বিষয়ের ব্যবহারিক দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া। তা না হলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। মানসম্মত শিক্ষা লাভ সম্ভবপর হবে না। একইভাবে, বলতে দ্বিধা নেই, শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে না, সেখানে শহরতলি কিংবা গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা যে আরো গুরুতর তা সহজেই বোধগম্য। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত পরিসরের ল্যাব, দক্ষ শিক্ষক এই সমস্যা দূর করতে সাহায্য করবে। আবার শিক্ষার্থীদের ইংরেজিভীতি দূর করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, কারণ শুধু প্রাইভেট কিংবা কোচিং নির্ভরতা এর কোনো সমাধান নয়, বরং সমস্যার মূল খুজে বের করতে হবে। দীর্ঘ দশটি বছর, এসএসসি পর্যায়েও শিক্ষার্থীরা ইংরেজি দুর্বলতা নিয়ে জীবনের একটি বড় সময় পার করছে কেন তা অনুসন্ধান করা দরকার।

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান, যেখানে প্রযুক্তি দেশের সর্বত্র, সেখানে গ্রামের বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে communicative ইংরেজি পড়ানোর জন্য দক্ষ শিক্ষক গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আর তাহলেই শুধু সার্টিফিকেট অর্জন নয়, আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থেই লেখাপড়া জানা প্রজন্ম গড়ে উঠবে।

পাস ফেল নয়, আমাদের বিচার্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীরা আসলেই জ্ঞানের আলো ধারণ করল কি না এবং তা শুধু পাঠ্যবই আত্মস্থ করা নয়, বিষয়ের গভীরে প্রবেশ এবং এর নির্যাসটুকু ভবিষ্যতে নিজের বাস্তব কর্মজীবনে ব্যবহার উপযোগী করে নিজেকে ও দেশকে কিছু দিতে পারার ক্ষমতা অর্জনের মধ্যে নিহিত ।

ঢাকা।